



38579 - যদি কারো বমি এসে যায় এবং অনচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বমি পটেরে ভেতরে ফরিয়ে যায় সক্ষেত্রে
রোযা নষ্ট হবে না

প্রশ্ন

আমি দুই মাসেরে গর্ভবতী। রমযান মাসে আমার বমি হয়। কখনও কখনও মাগরবিরে কিছু সময় আগতে বমি হয়। কখনও কখনও
আমি অনুভব করি যে, বমি আমার গলার ভেতরে ফরিয়ে যাচ্ছে। এর হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেদরে মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভেদে নাই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা রোযা ভঙগরে কারণ। আর কারো যদি বমি এসে
যায় তাহলে তার রোযা ভঙগ হবে না।[এটি উল্লেখ করছেন আল-খাত্তাবী ও ইবনুল মুনযরি। দেখুন: আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

সুন্নাহ থেকে এর দলিল হচ্ছে তরিমযি (৭২০)-এর সংকলতি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস: নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তির বমি এসে গেছে তার উপর কাযা নাই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি
করছে তাকে কাযা পালন করতে হবে।"[আলবানী সহিহুত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২৫/২৬৬) বলেন: আর বমি: যদি কিউে নজি থেকে বমি করে তাহলে
তার রোযা ভঙগে যাবে। আর যদি কারো বমি এসে যায় তাহলে তার রোযা ভঙগবে না।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে এমন ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় রোযা অবস্থায় যার বমি হয়ে গেছে তাকে কি ঐ
দিনের রোযার কাযা পালন করতে হবে?

জবাবে তিনি বলেন: তার উপর কাযা পালন নাই। যে ব্যক্তি নজি থেকে বমি করছে তাকে কাযা পালন করতে হবে। তিনি
পূর্বোক্ত হাদিস দিয়ে দলিল দেন।[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) কে রমযান মাসে বমি করলে রোযা ভঙগবে কিনা— এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে
তিনি বলেন: যদি কিউে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে তার রোযা ভঙগে যাবে। আর যদি অনচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে যায়



তাহলে রোগা ভাঙবে না। দলিলি হচ্ছো আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস। (তিনি পূর্ববোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।)

অতএব, যদি আপনার বমি হয়ে যায় তাহলে আপনার রোগা ভাঙবে না। এমনকি কটে যদি তার পাকস্থলিতে অস্বাভাবিকতা অনুভব করে এবং কিছু বরে হয়ে আসবে এমন অনুভব করে; সে ক্ষেত্রে আমরা কবি বলব যে, সটোকে আটকিয়ে রাখা আপনার উপর ওয়াজবি? উত্তর: না। কথিবা সটোকে টেনে আনা? উত্তর: না। কনিতু আমরা বলব: আপনি নিরিপক্ষে অবস্থান ননি। বমিকি টেনে আনবনে না; প্রতরোধও করবনে না। যদি আপনি বমিকি টেনে আননে তাহলে আপনার রোগা ভাঙবে যাবে। যদি প্রতরোধ করে রাখনে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। যদি আপনার কোন তৎপরতা ছাড়া বমি বরে হয়ে আসে তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হল না এবং আপনার রোগাও নষ্ট হল না।[সমাপ্ত]

দুই:

যদি বমিরি কিছু অংশ ব্যক্তরি অনচ্ছা সত্ত্ববেও পটে চলে যায় তাহলে তার রোগা শুদ্ধ হবে। কনেনা তার ইখতিয়ার ছাড়াই সটো চলে গেছে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি: এমন রোগাদার সম্পর্কে যে ব্যক্তরি বমি এসছে এবং অনচ্ছাক্তভাবে সে বমি গলি ফলেছে— তার হুকুম কী?

জবাবে তারা বলনে: যদি ইচ্ছাক্তভাবে বমি করে তাহলে তার রোগা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বমি চলে আসে তাহলে তার রোগা নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে যহেতু অনচ্ছাক্তভাবে বমি গলি ফলেছে তাই রোগা নষ্ট হবে না।[সমাপ্ত]